উত্তরকন্যায় দাঁড়িয়ে যুবভারতীর উদ্‌বোধন মুখ্যমন্ত্রীর

রণজিৎ ঘোষ ● শিলিগুড়ি

১২ সেপ্টেম্বর ঃ অনূর্ধ্ব-১৭ দিয়ে ফিতে কাটা। একদিন বড়োদের বিশ্বকাপও আয়োজন করবে কলকাতা। উত্তরকন্যায় দাঁড়িয়ে নবকলেবরে সজ্জিত বিবেকানন্দ যুবভারতী স্টেডিয়ামের উদ্‌বোধন করে মঙ্গলবার সেই স্বপ্ন দেখার পালা শুরু করে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বলেছেন, '২৮ অক্টোবর অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপের ফাইনাল কলকাতায় হবে। এজন্য ফিফা ও আইএফএ-র কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। আশা রাখি, একদিন মূল বিশ্বকাপও কলকাতায় আয়োজন করা যাবে। পারফরম্যান্স ও পরিকাঠামোর ওপর এটা নির্ভর করছে।' নতুন চেহারায় সামনে আসার পর যুবভারতী প্রশংসা কুড়িয়েছে ফিফা ও এআইএফএফ সভাপতি প্রফুল প্যাটেলের। আজ মুখ্যমন্ত্রীও তারিফ করেছেন যুবভারতীকে ঘিরে কর্মযজ্ঞের। বলেছেন, 'ক্রীড়া দপ্তর চমৎকার কাজ করেছে। বিশ্বমানের হয়ে উঠেছে যুবভারতী।' এরপর কলকাতায় বিশ্বকাপ ম্যাচের সাক্ষী হওয়ার জন্য সবাইকে আমন্ত্রণ জানিয়ে তিনি বলেছেন, 'বিশ্বকাপ দেখতে সারা পৃথিবী থেকে ফুটবলপ্রেমীরা আসবেন। ফাইনালের সময় থাকবেন ফিফা প্রতিনিধিরাও। সবাইকে স্বাগত।'

শুধু বিশ্বকাপের সফল আয়োজন নয়, রাজ্যের ফুটবল উন্নয়নে নিজের ভূমিকার কথাও স্মরণে রেখেছেন মুখ্যমন্ত্রী। ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, পর্যটনমন্ত্রী গৌতম দেব সহ প্রশাসনিক কর্তাদের নিয়ে যুবভারতীর উদ্‌বোধন করার ফাঁকে তাঁর ঘোষণা, রাজ্যের ফুটবল ক্লাবগুলিকে ৫টি করে এবং পুজো কমিটিগুলিকে ২টি করে ফুটবল দেওয়া হবে।

গৌতম দেব, অরূপ বিশ্বাসকে পাশে নিয়ে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের উদ্‌বোধন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। ছবি ঃ সূত্রধর

'ক্লিন মুম্বই'-এর ডাক দিলেন
২০০৭ বিশ্বকাপকেই সবচেয়ে 'খারাপ' বলছেন শচীন

মুম্বই, ১২ সেপ্টেম্বর ঃ ২০১১-র বিশ্বজয় সবচেয়ে সুখের স্মৃতি। সপ্তম প্রচেষ্টায় বিশ্বকাপ ট্রফি স্পর্শের সুযোগ বলে কথা। সবচেয়ে খারাপ মুহূর্ত ? একমুহূর্ত না ভেবে গ্রেগ চ্যাপেল-অধ্যায়ের ২০০৭ বিশ্বকাপের 'চরম ব্যর্থতা'-কে বেছে নিলেন। আগেও বলেছেন। সেই পুরোনো কথাটা আবারও উসকে দিয়ে শচীন বলেন, 'ভারতীয় ক্রিকেটের সবচেয়ে খারাপ সময় সম্ভবত ২০০৭ বিশ্বকাপ। আমরা সুপার-৮ স্টেজে পৌঁছাতে পর্যন্ত পারিনি। প্রবল হতাশায় ভেঙে পড়েছিলাম আমরা সবাই। গোটা দেশ। তবে ওই ব্যর্থতার পর নতুনভাবে শুরুর কাজটাও আরম্ভ হয়েছিল। তাজা ভাবনাকে সঙ্গে নিয়ে নতুন পথে চালিত হয়েছিল ভারতীয় ক্রিকেট।' প্রসঙ্গত, '০৭ বিশ্বকাপে গ্রুপ লিগে বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কার কাছে হেরে ছিটকে যায় রাহুল দ্রাবিড়ের নেতৃত্বাধীন ভারতীয় দল।

বিরাট কোহলির নেতৃত্বাধীন ভারতীয় ক্রিকেট অপ্রতিরোধ্য গতিতে ছুটছে। আগ্রাসী ক্রিকেটের নমুনা রেখে টেস্টে একনম্বরের তকমা। আর এই সাফল্যটা যে রাতারাতি আসেনি সেটাও মনে করিয়ে দিলেন শচীন। মাস্টার ব্লাস্টারের যুক্তি, 'ওঠাপড়া, নানান ঘাতপ্রতিঘাতে দলে অনেক পরিবর্তন এসেছিল। মানসিকতাতেও বদল ঘটেছিল। প্রত্যেকেই মরিয়া ছিলাম সাফল্যের জন্য। রাতারাতি কিছু হয়নি। সাফল্যের জন্য দীর্ঘপথ অতিক্রম করতে হয়েছে, অপেক্ষা করতে হয়েছে দীর্ঘসময়। অবশেষে ২১ বছরের কেরিয়ারে প্রথমবার সুন্দর বিশ্বকাপ ট্রফিটা হাতে তুলে ধরার সুযোগ পেয়েছিলাম।'

'মিশন ২৪' শীর্ষক 'ক্লিন মুম্বই'-এর ডাকও এদিন দিলেন শচীন তেন্ডুলকার। রাজ্যসভার সদস্য মাস্টার ব্লাস্টার তাঁর প্রিয় শহরকে স্বচ্ছভাবে গড়ে তুলতে চান। সেই ইচ্ছের প্রতিফলনে এমসিজিএম-এর সঙ্গে 'আপনালয়' যৌথ উদ্যোগে শামিল হয়েছে। শচীন বলেন, 'অন্যের দিকে আঙুল তোলার আগে নিজেকে শোধরাতে হবে। গাড়ির জানালা দিয়ে জঞ্জাল রাস্তার মধ্যে ছুড়ে ফেলার অভ্যাস পালটানো দরকার। সভ্যসমাজে সঠিক বাসস্থান, পরিচ্ছন্নতা, বেসিক প্রয়োজনগুলির উপস্থিতি একান্তভাবে জরুরি। এনজিও এবং স্থানীয় মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে।'

ভবিষ্যৎ ভারতীয় তারকাদের সমর্থনের আহ্বান পিকের

কলকাতা, ১২ সেপ্টেম্বর ঃ ভারতীয় ফুটবলকে একলাফে অনেকধাপ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মঞ্চ হতে চলেছে অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপ। আর সেজন্যেই দেশের প্রতিনিধিত্ব করতে নামা ফুটবলারদের দারুণভাবে সমর্থন করা উচিত। এমনটাই মনে করেন কিংবদন্তি প্রাক্তন ফুটবলার ও কোচ পি কে বন্দ্যোপাধ্যায়। ফিফা মনোনীত বিংশ শতাব্দীর সেরা ভারতীয় ফুটবলার জানিয়েছেন, 'তরুণ ফুটবলাররা এখনও পর্যন্ত কীরকম খেলছে দেখিনি। তবে একটা ব্যাপার খুব স্পষ্টভাবে জানি, এরাই ভারতীয় ফুটবলের ভবিষ্যৎ। তাই ওদেরকে পূর্ণ সমর্থন করতে হবে।' পাশাপাশি বিশ্বকাপকে কাজে লাগিয়ে ভারতীয় ফুটবলের অগ্রগতির জন্য তাঁর পরামর্শ, 'আরও তরুণ প্রতিভাদের খুঁজে আনতে হবে। অনূর্ধ্ব-১৭, অনূর্ধ্ব-১৯ বয়স বিভাগে আরও ফুটবলার তুলে আনতে পারলে তবেই দেশের ফুটবল ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত হবে। আর এবারে বিশ্বকাপে খেলতে নামা ফুটবলারদের একসঙ্গে রাখতে হবে। যাতে তাঁরা একসঙ্গে টানা খেলে। অনূর্ধ্ব-১৯ ও অনূর্ধ্ব-২০ বয়স বিভাগের বিভিন্ন প্রতিযোগিতাও যেন তাঁরা দলহিসেবে খেলে যেতে পারে।' উল্লেখ্য, ইতিমধ্যে সেরকম পরিকল্পনা শুরুও করেছে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন। আইলিগ বা অন্য কোনো দেশে গিয়ে বয়সভিত্তিক প্রতিযোগিতায় যাতে অনূর্ধ্ব-১৭ ভারতীয় দল একসঙ্গে খেলতে পারে, সেই ব্যবস্থাও শুরু হয়েছে।

আপাতত ভারতীয় দলের হয়ে গলা ফাটানোর কথাই বলেছেন পদ্মশ্রী পি কে বন্দ্যোপাধ্যায়। বিশ্বকাপের গ্রুপ এ-তে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কলম্বিয়া ও ঘানার সঙ্গে রয়েছে ভারত। শক্ত গ্রুপে পড়লেও ভারতীয় দল প্রতিযোগিতায় ভালো ফলাফল করবে বলেই আশাবাদী পি কে বলেছেন, 'বিশ্বকাপের মঞ্চে প্রয়োজনে নিজেদের জীবন দিয়ে দেওয়ার সময় এসে গিয়েছে আমাদের ছেলেদের। এরকম সুযোগ আমরা আগে পাইনি। ভারতীয় ফুটবলকে অনেকটা

অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপ

এগিয়ে দেওয়ার ব্যাটন আপাতত তাঁদের হাতে।' সাতবার এএফসি অনূর্ধ্ব-১৬ চ্যাম্পিয়নশিপে খেললেও, ২০০২ ছাড়া একবারও প্রথম রাউন্ডের বেশি এগোতে পারেনি ভারতীয় দল। কিন্তু আয়োজক ভারতের বিশ্বকাপে খেলার ছাড়পত্র পাওয়ার জেরেই দীর্ঘদিন ধরে অনূর্ধ্ব-১৭ ভারতীয় দলের বিভিন্ন বিদেশ সফর ও প্রস্তুতি চলছে। ভারতীয় দলের প্রশিক্ষক লুইস নর্টন দে মাতোস আশাবাদী, তাঁর দল কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছাবে। ভারতকে সমর্থনের পাশাপাশি জার্মানির খেলার দিকে নজর রাখতে হবে বলেও জানিয়েছেন পি কে। ১৯৭০ থেকে '৮৬ পর্যন্ত জাতীয় দলকে কোচিং করানো পি কে-এর মতে, 'যে কোনো বয়সের দলই হোক। জার্মানি সবসময়ই কড়া প্রতিপক্ষ। আর আফ্রিকার দেশগুলি বরাবর শারীরিক শক্তি বেশি ব্যবহার করে খেলে। তাই তরুণদের মধ্যে স্কিল ও টেকনিকের লড়াই দেখতে মুখিয়ে আছি।'

এদিকে, রাজ্য সরকারের প্রায় ১০০ কোটি টাকা খরচ করে যুবভারতীর নবরূপে সজ্জিত করে তোলাকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন পি কে। কলকাতায় ট্রফি উন্মোচনের অনুষ্ঠানে প্রথম দিনেই তিনি উপস্থিত থাকলেও যুবভারতীতে বসে ম্যাচ দেখবেন কিনা এখনও জানাননি। সরাসরি বলেছেন, 'এখনও ফিফার তরফ থেকে আমার কাছে কোনো আমন্ত্রণ পৌঁছায়নি।' ফিফা আধিকারিকরা যদিও জানিয়েছেন, 'ব্যক্তিগতভাবে গিয়ে যুবভারতীতে খেলা দেখতে আসার জন্য পি কে বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমন্ত্রণ জানানো হবে। ভারতের ছয়টি আয়োজক শহরের প্রাক্তন ফুটবলারদের মাঠে এসে ম্যাচ দেখার আয়োজন করব আমরা। তার জন্য সংশ্লিষ্ট রাজ্য ফুটবল সংস্থাদের কাছে উল্লেখযোগ্য ফুটবলারদের নামের তালিকাও চেয়ে পাঠানো হয়েছে।' কলকাতার পরে দ্বিতীয় ভেনু হিসেবে কোচির টিকিটও শেষ হয়ে গিয়েছে বলেও জানিয়েছে লোকাল অর্গানাইজিং কমিটি।

মুম্বইয়ের নেটে আজিঙ্কা রাহানেকে পরামর্শ শচীন তেন্ডুলকারের।

সেমিফাইনালে হার জয়ব্রতর

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১২ সেপ্টেম্বর ঃ কর্ণাটকের ধারোয়াড়ে অনুষ্ঠিত দক্ষিণাঞ্চল টেবল টেনিসে উত্তরবঙ্গকে পদক তালিকায় তুলল জয়ব্রত ভট্টাচার্য। সেমিফাইনালে দিল্লির পায়াস জৈনের বিরুদ্ধে ৪-০ গেমে হেরে তার দৌড় শেষ হয়। প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে শুভ্রজ্যোতি পালকে ৩-২-এ হারিয়েছে অসমের অগ্নিভ ভাস্কর গোঁহাই। সৌম্যদীপ সরকার প্রথম রাউন্ডেই পশ্চিমবঙ্গের ঋষভ দের বিরুদ্ধে ৩-০ গেমে হেরে যায়। সাব-জুনিয়ার মেয়েদের প্রি-কোয়ার্টারে হেরেছে সমৃদ্ধি বণিক। পশ্চিমবঙ্গের মুনমুন কুণ্ডু ৩-০ গেমে তাকে হারিয়ে দেয়। প্রথম রাউন্ডে পশ্চিমবঙ্গেরই নীলিমা সরকারের বিরুদ্ধে একই ব্যবধানে হেরে যায় সম্প্রীতি রায়।

জিতল ডুয়ার্স

মালবাজার, ১২ সেপ্টেম্বর ঃ তেশিমলা যুব সংঘের ফুটবলে মঙ্গলবার চালসার ডুয়ার্স ক্লাব টাইব্রেকারে ৪-১ গোলে নিউ গ্লানক্কো চা বাগানকে হারিয়েছে। নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ গোলশূন্য ছিল। চালসার ভিক্টর টিগ্গা ও নিউ গ্লানক্কোর র‍্যামল ওরাওঁ গোল করেন। বৃহস্পতিবার খেলবে সুলকাপাড়ার মিলনী ক্লাব ও বাতাবাড়ির তরুণ সংঘ।

বাঘাযতীনের বর্ষসেরা এবার সুমন, রিচা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১২ সেপ্টেম্বর ঃ মহালয়ার দিনে হাফ ম্যারাথন ও সৌভ্রাতৃত্বের দৌড়ের পুরস্কার মঞ্চে বাঘাযতীন অ্যাথলেটিক ক্লাব বর্ষসেরা ক্রীড়াবিদের সম্মান দেবে অনূর্ধ্ব-১৯-এ রাজ্য রেকর্ডের অধিকারী অ্যাথলিট সুমন পাল ও ন্যাশনাল ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে সুযোগ পাওয়া রিচা ঘোষকে। ক্লাবের সচিব শিবনাথ গাঙ্গুলি জানিয়েছেন, সুমনকে সুধেন্দুমোহন চাকি ট্রফি ও ৫ হাজার টাকা দেওয়া হবে। রিচার জন্য থাকছে মনোতোষ দাস ট্রফি ও ৫ হাজার টাকা। এছাড়াও উত্তরবঙ্গের তিন অ্যাথলিট অন্বেষা রায়প্রধান, হিমাশ্রী রায় ও স্বপ্না বর্মনকে ট্রফি এবং নগদ অর্থে সম্মানিত করা হবে। এবার বাঘাযতীনের রোড রেস ফিরছে হাফ ম্যারাথনের চেহারায়। পরিবর্তন হচ্ছে দৌড়ের রুটেও। এসআইটি চত্বর থেকে দৌড় শুরু হয়ে শুকনা, দার্জিলিং মোড়, সেবক মোড়, অগ্রগামী ক্লাবের সামনে দিয়ে ক্লাবে এসে দৌড় শেষ হবে। ৬ কিলোমিটার সৌভ্রাতৃত্বের দৌড়ের সূচনাস্থল অবশ্য একই থাকছে। হাফ ম্যারাথনের আধ ঘণ্টা পর সিটি সেন্টার থেকে পুরুষ ও মহিলাদের সৌভ্রাতৃত্বের দৌড় শুরু হবে। হাফ ম্যারাথন শুধু পুরুষদের জন্যই রাখা হয়েছে। এবার দৌড়ের স্লোগান রাখা হয়েছে 'উই আর ওন'।

দুটি দৌড়েই এবার পতাকা দেখানোর কথা মহিলাদের ক্রিকেট বিশ্বকাপে রানার্স দলের সদস্য হরমনপ্রীত কাউরের। ইতিমধ্যেই ক্লাবের তরফে তাঁকে বিমানের টিকিট পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবে শোনা যাচ্ছে ব্যক্তিগত কারণে তিনি শেষ পর্যন্ত শিলিগুড়িতে নাও আসতে পারেন। আয়োজকদের তরফে এ ব্যাপারে অবশ্য কোনো মন্তব্য করা হয়নি। বাইচুং ভুটিয়া ও হোসে রামিরেজ ব্যারেটো অবশ্য থাকছেন।

ইতিমধ্যেই হাফ ম্যারাথনের জন্য নাম জমা দেওয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। ১৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত নাম লেখানো যাবে। এ পর্যন্ত নাম জমা দেওয়ার হারে উৎসাহিত শিবনাথবাবু বলেছেন, হাফ ম্যারাথনে প্রথম পুরস্কার থাকছে রাখালচন্দ্র ব্যানার্জি ট্রফি ও ১ লক্ষ টাকা। দ্বিতীয় স্থানাধিকারীকে দেওয়া হবে কামিনীমোহন রায় ট্রফি ও ৭৫ হাজার টাকা। তৃতীয়ের জন্য থাকছে বাসুদেব ঘোষ ট্রফি ও ৫০ হাজার টাকা। চতুর্থ পাবে মেরি সিনহা সর্দার ট্রফি ও ২৫ হাজার টাকা। পঞ্চম স্থানাধিকারীকে দেওয়া হবে হরি সিং ট্রফি ও ১৫ হাজার টাকা। সৌভ্রাতৃত্বের দৌড়ে প্রথম তিনের জন্য পুরস্কার মূল্য যথাক্রমে ১০, ৫ ও ৩ হাজার টাকা।

হারল কালীপদ

ফালাকাটা, ১২ সেপ্টেম্বর ঃ উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের দাজু সেন ট্রফি ফুটবলে মঙ্গলবার ময়নাগুড়ি কলেজ ৫-২ গোলে বাগডোগরার কালীপদ ঘোষ তরাই মহাবিদ্যালয়কে হারিয়েছে। ফালাকাটা কলেজ মাঠে ময়নাগুড়ির হর্ষজিৎ রায়, সৌরভ রায়, রণজিৎ রায়, বিশ্বজিৎ বর্মন ও তালেফ মহম্মদ গোল করেন। তরাইয়ের গোলদাতা দীপ সরকার ও প্রদীপ কুজুর। পরে ধূপগুড়ির সুকান্ত মহাবিদ্যালয় ৩-০ গোলে আইআইএলএসের বিরুদ্ধে জয় পায়। জোড়া গোল করেন কৌশিক রায়। অন্যটি বিকাশ অধিকারীর। অন্যদিকে, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র গভর্নমেন্ট কলেজ না আসায় মালবাজারের পরিমল মিত্র স্মৃতি কলেজকে ওয়াকওভার দেওয়া হয়। বুধবার খেলবে পরিমল-রাজগঞ্জ কলেজ, সুকান্ত-বীরপাড়া কলেজ ও বানারহাট কলেজ-শিলিগুড়ির সূর্য সেন কলেজ।

চাহালের কাছে কোহলি বন্ধু, মেন্টর মাহি
বিরাটকে শ্রদ্ধা করে দল : শাস্ত্রী

মুম্বই, ১২ সেপ্টেম্বর ঃ ভারতীয় ক্রিকেট বর্তমানে বিরাটময়।

অধিনায়ক ও ব্যাটসম্যান হিসেবে বিরাট কোহলির ম্যাজিকাল পারফরম্যান্সে মোহিত গোটা দুনিয়া। গোটা দলের কাছে যা অনুপ্রেরণাও। তবে শুধু অনুপ্রেরণা নয়, সতীর্থদের কাছে শ্রদ্ধাও আদায় করে নিয়েছেন বিরাট। আজ বিরাট-মহিমার সেকথা শোনালেন হেডকোচ রবি শাস্ত্রী। সফল শ্রীলঙ্কা সফরের পর পরবর্তী লক্ষ্য 'মিশন অস্ট্রেলিয়া'। ইতিমধ্যেই ক্যাঙারু ব্রিগেড নতুন টক্করের চ্যালেঞ্জ নিতে ভারতের মাটিতে পা রেখেছে। এহেন পরিস্থিতিতে এদিন ছুটির মেজাজে অধিনায়ক-বন্দনায় শাস্ত্রী বলেন, 'খেলোয়াড় ও অধিনায়ক হিসেবে দারুণভাবে নিজেকে মেলে ধরেছে বিরাট। অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসী ক্রিকেটার। দল পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রত্যেকের শ্রদ্ধা আদায় করে নিয়েছে।' শাস্ত্রীর কথায়, বাকি দল বিরাটের দেখানো পথে হাঁটছে। প্রত্যেকেই মরিয়া অধিনায়কের মতো নিজেদের সেরাটা তুলে ধরতে। 'প্রশংসনীয় ওয়ার্ক এথিক বিরাটের। ওর ভাবনায় 'অজুহাতের' কোনো জায়গা নেই। তিন বছর পর ওর সঠিক মূল্যায়ন করা যাবে। গোটা দলের কাছে আদর্শ, অনুকরণযোগ্য। সতীর্থরাও বিরাটকে অনুসরণ করছে।' প্রসঙ্গত, বিরাট-শাস্ত্রী জুটি ইতিমধ্যে দল নির্বাচনে ফিটনেসকে অন্যতম ফ্যাক্টরে পরিণত করেছেন। ফিটনেসের মাপকাঠি হিসেবে 'ইয়ো ইয়ো' টেস্ট রাখা হয়েছে। যুবরাজের বাদ যাওয়ার একটা কারণ এই ইয়ো ইয়ো টেস্টে ব্যর্থ হওয়া।

হেডকোচ রবি শাস্ত্রীর কথার সুরটাই ধরা পড়ল দলের অন্যতম স্পিনার যুযবেন্দ্র চাহালের গলায়। ক্যাপটেন কোহলির বন্ধুত্বপূর্ণ সহাবস্থান তাঁদের কাছে বিরাট প্রাপ্তি বলে জানালেন। চাহালের কথায় উঠে এল ধোনির কথাও। বলেন, 'আমি ভাগ্যবান কোহলি ভাই ও ধোনি ভাই, দুজনকে পেয়েছি পাশে। অধিনায়ককে পেয়েছি বন্ধুর মতো করে। আমার উপর সবসময় আস্থা রেখেছে। আমার পরিকল্পনা অনুযায়ী ফিল্ডিং দিয়ে আত্মবিশ্বাস জুগিয়েছে। আর মাহি ভাই আমার কাছে 'মেন্টর'। যখনই কোনো সমস্যায় পড়েছি, পাশে পেয়েছি। উইকেটকিপার হিসেবে মাহি ভাই সবথেকে ভালো বোঝে আমার বোলিং। আর কোন ব্যাটসম্যানের বিরুদ্ধে কী স্ট্র্যাটেজি হওয়া উচিত, সেই ধারণা, টিপসগুলি পাই ওর থেকে।'

ওঝাকে ছাড়াই দল নির্বাচন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ সেপ্টেম্বর ঃ প্রজ্ঞান ওঝা কোথায়, কেউ জানে না। তিনি কবে বাংলায় আসবেন, কোটি টাকার প্রশ্ন।

প্রজ্ঞান ওঝাকে নিয়ে চলতি বিতর্কের মধ্যেই আজ সন্ধ্যায় গুজরাটের বিরুদ্ধে আসন্ন অনুশীলন ম্যাচের জন্য দল নির্বাচন সেরে ফেলল বাংলা। মনোজ-দিন্দা-ঋদ্ধিরা কেউই খেলছেন না। সুদীপও নেই। এমন অবস্থায় শ্রীবৎস গোস্বামীকে অধিনায়ক করে আজ ১৭ সদস্যের বাংলা দল ঘোষণা হল। দলে বড়ো চমক না থাকলেও একটা ব্যাপার স্পষ্ট, সেটা হল ওঝাকে ছাড়াই বাকি মরশুমে চলার ভাবনা শুরু হয়েছে বাংলা ক্রিকেটে। গুজরাটগামী দলে প্রদীপ্ত প্রামাণিক ও অরিত্র চট্টোপাধ্যায়কে রাখা থেকেই ব্যাপারটা স্পষ্ট। সোজা কথায় অনুশীলন ম্যাচে নতুন প্রতিভা খুঁজে নেওয়ার চেষ্টা। যদিও দল নির্বাচনের পর যুগ্মসচিব অভিষেক ডালমিয়া জানিয়েছেন, 'ওঝাকে আমরা অনুশীলন ম্যাচের জন্য ভাবিনি। তাই ওকে দলে রাখার প্রশ্ন উঠছে কেন।' বাংলার ক্রিকেট কর্তারা যাই দাবি করুন না কেন, ঘটনা হল ওঝাকে নিয়ে ধোঁয়াশা এখনও কাটেনি বাংলা ক্রিকেটে। বরং তাঁকে নিয়ে যে নাটক চলছে তা দেখার পর দলের অন্দরেই ক্ষোভ রয়েছে। প্রকাশ্যে অবশ্য কেউ কোনো মন্তব্য করছেন না। এদিকে, ১৫ সেপ্টেম্বর সুরাটে বাংলা দল রওনা হওয়ার আগে কাল ইডেনে নিজেদের মধ্যে অনুশীলন ম্যাচ খেলবেন শ্রীবৎসরা। ২১ সেপ্টেম্বর কোহলিদের ম্যাচের আগে ক্রিকেটের নন্দনকাননের উইকেট দেখে নেওয়ার জন্যই এই ম্যাচের আয়োজন বলে খবর।

আজহার-শংকর-ফৈয়াজদের হাতেই বাংলার ফুটবলের ব্যাটন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ সেপ্টেম্বর ঃ কলকাতা ময়দানে কি প্রীতম কোটাল, শৌভিক চক্রবর্তী, দেবজিৎ মজুমদার, শৌভিক ঘোষ, প্রবীর দাসদের পরবর্তী প্রজন্মও এসে গেল ? গত সন্ধ্যায় মোহনবাগান-মহমেডানের তিন তরুণ বা বলা ভালো প্রায় কিশোরের খেলা দেখে তেমনই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। আজহার-শংকর-ফৈয়াজরাই ভবিষ্যতে এই রাজ্যের ফুটবলের হাল ধরবেন।

বড়ো ম্যাচ এলেই কি জ্বলে ওঠেন বছর উনিশের ছেলেটি ? তেমনই দেখা যাচ্ছে। গত মরশুমের শেষ ডার্বিতে সনি নরডি যদি দলকে গোলের রাস্তা দেখিয়ে থাকেন তাহলে জয় এনে দিয়েছিলেন আজহারউদ্দিনই। তাঁকে নিজের রুমমেট হিসেবে পছন্দ করেন স্বয়ং হাইতিয়ান মহাতারকাই। এবারও ছোটো ম্যাচগুলিতে তেমন ভালো খেলতে পারছিলেন না আজহার। সমর্থকরা ক্রমাগত গালিগালাজ করছিলেন, সংবাদমাধ্যমেও সমালোচনার ঝড়। কিন্তু এই ব্যাপারে নিজের অগ্রজকেই যেন অনুসরণ করছিলেন বাগান কোচ। তাঁর উপরে আস্থা রেখেছিলেন কোচ শংকরলাল চক্রবর্তী। আজহারকে পছন্দ করেন সঞ্জয় সেনও। অনেকেই আড়ালে বাগানের চিফ কোচ সম্পর্কে বলেন, 'আজহারকে তারকা বানিয়েই ছাড়বেন সঞ্জয় সেন।' এখনও অনেকেই মনে করেন গত মরশুমে আইজলে গিয়ে ম্যাচটা হেরে আই লিগ খোয়ানোর জন্য সেদিনের ফ্লপ আজহারকে মাঠে রেখে দেওয়াই কাল হয়েছিল সঞ্জয়ের।

একইভাবে এত খারাপ খেলার পর রেনবো ম্যাচে তাঁকে বসিয়ে দিতে মনে করা হয়েছিল শংকরলালের আস্থায় বোধহয় চিড় ধরেছে। কিন্তু দেখা গেল, তিনি অন্য অঙ্ক কষছিলেন। রেনবো ম্যাচে আজহারকে বসিয়ে রাখাটা যে পরিকল্পনারই অঙ্গ ছিল তা মেনে নিতে দ্বিধা করেননি। তাঁর হালকা চোটের কথাও চেপে যান শংকরলাল। আজহার বলছিলেন, 'আমার কোনো চোট ছিল না। তাই সুযোগ না পেয়ে একটু খারাপ লেগেছে তো বটেই। তার থেকে বেশি জেদ চেপে গিয়েছিল ভালো খেলার।' নিজে গোল পাওয়ার থেকেও তাঁর গোলে দল জেতায় বেশি খুশি তিনি। বলে দেন, 'রেনবো ম্যাচটা আমরা জিততে পারিনি বলে একটু পিছিয়ে পড়েছিলাম। এদিন না জিতলে চ্যাম্পিয়নশিপ থেকেই ছিটকে যেতাম। কিন্তু আজ জেতায় আবার ফিরে এলাম চ্যাম্পিয়নশিপের লড়াইয়ে। আর আমার গোলে দল জিতেছে বলে বেশি খুশি হয়েছি।' আপাতত অবশ্য ডার্বি নিয়ে ভাবছেন না আজহার। তাঁর ফোকাস পরবর্তী ম্যাচ পিয়ারলেসের দিকে।

আজহার যখন উচ্ছ্বাসে ভাসছেন তখন মন খারাপ শংকর রায়-শেখ ফৈয়াজদের। একজন দুর্দান্ত খেলে ম্যাচের সেরা, অন্যজনের গোলে দল এগিয়ে যায় প্রথমার্ধেই। যা পরবর্তী সময়ে আর ধরে রাখতে পারেনি মহমেডান। সন্তোষ ট্রফিতে এবার বাংলার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার ক্ষেত্রে সকলেই গোলরক্ষক শংকর রায়ের কথা বলেন। কিন্তু তারপর থেকে তাঁকে নিয়ে বিতর্ক পিছু ছাড়েনি। পরিবারের অবস্থা খারাপ বলে তাঁকে ডেকে নিয়ে নিজের কোম্পানিতে চাকরি দেন আইএফএ সচিব উৎপল গঙ্গোপাধ্যায়। কিন্তু কাউকে কিছু না জানিয়ে হঠাৎই সেই চাকরি ছেড়ে দেন শংকর। এরপর মরশুমের শুরুতে মহমেডানের সঙ্গে চুক্তি থাকা সত্ত্বেও ফের ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে চুক্তি করে বসেন। তবে মহমেডান না ছাড়ায় যেতে পারেননি। এতেই শেষ নয়। প্রথম ম্যাচে পাঠচক্রের বিরুদ্ধে হারের জন্য তাঁকেই দায়ী করা হয়। সেই শংকরই যেন মোহনবাগানের বিরুদ্ধে একা কুম্ভ হয়ে উঠেছিলেন। পরে বলেন, 'কিন্তু এত ভালো খেলে, ম্যাচের সেরা হয়ে কী লাভ হল ? সেই তো হেরেই ফিরতে হচ্ছে।' শেখ ফৈয়াজ ডোমজুড়ের ছেলে। তিনি অবশ্য গোল করেও বেশি কথা বলতে চাননি। শুধু জানালেন, কলকাতা লিগের পর আই লিগেও ভালো খেলা তাঁর লক্ষ্য। ইতিমধ্যেই তাঁর সঙ্গে চুক্তি করেছে মোহনবাগান। সেখানে নিয়মিত সুযোগ পেলে যে জাতীয় দলের দরজাটাও খুলে যেতে পারে তা জানেন বলেই এখন নিজেকে অনুশীলনে ডুবিয়ে রাখছেন ফৈয়াজ।

দ্রাবিড়ই এখন অনুপ্রেরণা লক্ষ্মীর!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ সেপ্টেম্বর ঃ ক্রিকেট থেকে অবসরের পরও ক্রিকেট ছাড়েননি তিনি। কর্ণাটকের বেশ কয়েকটা ক্লাবের হয়ে নিয়মিত ক্রিকেট খেলতেন রাহুল দ্রাবিড়। বাংলার প্রাক্তন অধিনায়ক লক্ষ্মীরতন শুক্লাও এখন একই পথের পথিক। দ্রাবিড়কে অনুপ্রেরণা করে রাজনৈতিক কেরিয়ারের পাশে ক্রিকেটও চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি।

প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট থেকে আগেই অবসর নিয়েছেন। জীবনটাও খুব দ্রুত বদলে গিয়েছে তাঁর। তিনি এখন রাজ্যের ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী। রাজনৈতিক কেরিয়ারের ব্যস্ততার মধ্যেও ক্রিকেট ছাড়েননি তিনি। টানা ৭ বছর মোহনবাগানে কাটানোর পর আজ সিএবি-তে এসে নিজের পাড়ার ক্লাব সালকিয়া ফ্রেন্ডসে সই করলেন লক্ষ্মী। তিনি সিএবি-র দ্বিতীয় ডিভিশনের ক্লাবে সই করায় বেশ অবাক বাংলার ক্রিকেট মহল। লক্ষ্মী নিজে অবশ্য একেবারেই অবাক নন। তিনি বলেছেন, 'এটা ঠিকই যে অতীতে এই ক্লাবে কখনও খেলিনি আমি। কিন্তু সবাই তো খুব পরিচিত। মোহনবাগানের অনেকেই সালকিয়া ফ্রেন্ডসের সঙ্গে জড়িয়ে। তাই অনুরোধ আসার পর না করতে পারিনি।' প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট থেকে অবসরের পরও ক্লাব ক্রিকেট খেলার মোটিভেশন কী ? এমন প্রশ্নের জবাবেই লক্ষ্মী টেনে এনেছেন দ্রাবিড়ের প্রসঙ্গ। বলেছেন, 'রাহুল দ্রাবিড়ও আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসরের পর ক্লাব ক্রিকেট খেলেছেন অনেকদিন। আমিও সেই পথেই হাঁটছি। দেখি, কতদিন চালাতে পারি। আসলে ক্রিকেট আমার জীবনের সবকিছু। রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার পরও রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমায় বলেছিলেন, ক্রিকেটটা পারলে চালিয়ে যেতে। সেটাই চেষ্টা করছি।'

সিডি প্রকাশ অনুষ্ঠানে ঋদ্ধিমান সাহা। ছবি ঃ ডি মণ্ডল

পুজোর শিলিগুড়িকে এবারও মিস করবেন পাপালি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ সেপ্টেম্বর ঃ জীবনটা খুব দ্রুত বদলে গিয়েছে। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আরও বদলাচ্ছে।

বদলে যাওয়া সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার পথে ছেলেবেলার অনেক স্মৃতি হারিয়ে যাচ্ছে মানুষের জীবন থেকে। ঋদ্ধিমান সাহাও নিজের জীবনের এই বদলের সাক্ষী।

খুব ইচ্ছা হয় শিলিগুড়িতে পাড়ার ক্লাবের পুজোর প্যান্ডেল তৈরি দেখতে। খুব ইচ্ছা হয় ছোটোবেলার পাড়ার ক্লাবের পুজোয় বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিতে। কিন্তু কোনোটারই এখন সময় হয় না। তাই ঋদ্ধিমান সাহার কাছে এখন ইচ্ছা থাকলেও উপায় নেই ছোটোবেলার সময়ে ফিরে যাওয়ার। তাছাড়া তিনি এখন সেলিব্রিটি। কোহলির টেস্ট দলের একনম্বর উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান। তাঁকে নিয়ে বাংলার মানুষের অনেক স্বপ্ন ও আবেগ রয়েছে।

ঋদ্ধি নিজেও জানেন এসব। তাঁকে নিয়ে সাধারণ মানুষের আবেগটা কেমন, আজ দুপুরে উত্তর কলকাতার শোভাবাজার রাজবাড়িতে গানের সিডি প্রকাশের অনুষ্ঠানে আবারও বোঝা গেল। বলা ভালো, বুঝিয়ে দিলেন পাপালি নিজেই। ভুবন চট্টোপাধ্যায় তাঁকে নিয়ে গান বেঁধেছেন। আর সেই গান ঋদ্ধিকে ফিরিয়ে দিয়েছে ছেলেবেলার হারিয়ে যাওয়া স্মৃতি। ঋদ্ধি বলছিলেন, 'খুব মিস করি ছোটোবেলার সেইসব দিনগুলো। যখন প্যান্ডেল তৈরি থেকে পুজোয় ঠাকুর দেখা, শিলিগুড়িতে সবই করতাম। এখন খুব মিস করি সেইসব দিনগুলো।'

শ্রীলঙ্কা থেকে ফেরার পর এখনও অনুশীলনে নামেননি ঋদ্ধিমান। দিন দুয়েকের মধ্যে পরিবার নিয়ে স্পেন বেড়াতে যাচ্ছেন। পুজোর আগেই কলকাতায় ফিরবেন। ইচ্ছা রয়েছে অক্টোবরের শুরুতে অনুশীলনে নামবেন। বাংলার হয়ে রনজি ম্যাচ খেলার পরিকল্পনাও রয়েছে তাঁর। কিন্তু এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেননি পাপালি। দুপুরে তাঁকে নিয়ে গানের সিডি প্রকাশের পর ঋদ্ধি বলছিলেন, 'যাঁরা আমাকে সেরা উইকেটকিপার বলছেন, তাঁদের বক্তব্যে আমার কিছু বলার নেই। জাতীয় দলের হয়ে আমায় যা দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, সেটাই করছি।' সৌরভ থেকে শুরু করে বাংলা ক্রিকেটের সবাই চান ঋদ্ধি ওয়ান ডে-র দলেও খেলুন। ঋদ্ধির স্ত্রী রোমিও সেটাই চান। আদৌ কি এমনটা সম্ভব ? ঋদ্ধি বলছেন, 'নির্বাচকরাই এ ব্যাপারে ভালো বলতে পারবেন। আমার কিছু বলার নেই। এটুকু বলতে পারি, আমার স্ত্রীও এমনটা চান।'

নিজের ওয়ান ডে কেরিয়ার নিয়ে মন্তব্য করতে না চাইলেও টিম ইন্ডিয়ার রোটেশন পদ্ধতির সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাচ্ছেন ঋদ্ধিমান। বলছেন, '২০১৯ বিশ্বকাপের কথা মাথায় রেখেই এমনটা করা হচ্ছে। অশ্বীন-জাদেজার বদলে অক্ষর-চাহাল-কুলদীপদের দলে রাখার সিদ্ধান্তেই এটা স্পষ্ট। এমন সিদ্ধান্তে আমার সমর্থন রয়েছে।' আসন্ন রনজি মরশুমে বাংলা দলের ভবিষ্যৎ নিয়েও আশাবাদী ঋদ্ধি। তবে ওঝার মতো অভিজ্ঞকে দলে না পেলে সমস্যা হতেই পারে বলে মনে করছেন তিনি। যদিও ওঝা নিয়ে সরকারিভাবে কোনো মন্তব্য করতে চাইছেন না ঋদ্ধি।